آيَاتُ فَكِّ الْعَيْنِ وَالسِّحْرِ وَالْعُقَدِ

বদনজর, জাদু ও গিঁট খোলার আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ১৫টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

বদনজরের আয়াত

آيَاتُ الْعَيْنِ

১ সূরা আল-বাকারা : ১০৯

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم

অর্থ

আহলে কিতাবদের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পরও তোমাদের আবার কাফির বানিয়ে ফেলতে — তাদের নিজেদের মনের হিংসার কারণে।

২ **সূরা আন-নিসা : ৩২**

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ

অর্থ

আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার লোভ করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের অংশ আছে, আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের অংশ আছে। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও।

৩ **সূরা আন-নিসা : ৫৪**

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

অর্থ

নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে এই কারণে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের কিছু দিয়েছেন?

৪ **সূরা আল-কলম : ৫১–৫২**

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

অর্থ

কাফিররা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা এমনভাবে তোমার দিকে তাকায় যেন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে পিছলে ফেলে দেবে। আর তারা বলে: “সে তো পাগল।” অথচ এই কুরআন তো সারা জগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

৫ **সূরা আল-মুলক : ৩–৪**

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

অর্থ

আবার তাকিয়ে দেখো, কোথাও কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? তারপর বারবার তাকাও — তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে।

৬ **সূরা আল-কাহফ : ৩৯**

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থ

তুমি যখন তোমার বাগানে ঢুকলে, তখন কেন বললে না: “মা-শা-আল্লাহ (আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে), আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই”?

آيَاتُ إِبْطَالِ السِّحْرِ

জাদু নষ্ট করার আয়াত

১ **সূরা আল-বাকারা : ১০২–১০৩**

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

অর্থ

তারা অনুসরণ করল সেই জিনিসের, যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে পড়ে শোনাত। অথচ সুলায়মান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল — তারা মানুষকে জাদু শেখাত। (তারা আরও অনুসরণ করল) বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতার উপর যা নাজিল হয়েছিল। ওই দুজন কাউকে কিছু শেখানোর আগে বলে দিত: “আমরা তো শুধু পরীক্ষা, তাই তুমি কুফরি করো না।” তবুও লোকেরা তাদের কাছ থেকে এমন জিনিস শিখত, যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা এর দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারত না। তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের ক্ষতিই করে, কোনো উপকার করে না। তারা ভালো করেই জানত, যে এটা কিনে নেয় আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। কত খারাপ সেই জিনিস, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে

— যদি তারা বুঝত! আর যদি তারা ঈমান আনত ও আল্লাহকে ভয় করত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রতিদানই হতো অনেক উত্তম — যদি তারা বুঝত!

২ **সূরা আল-আ'রাফ : ১১৭–১২২**

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

অর্থ

আমি মূসাকে ওহি পাঠালাম: “তোমার লাঠি ফেলো।” ফেলতেই সেটা তাদের বানানো সব মিথ্যা জিনিস গিলে ফেলতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, আর তারা যা করছিল সব বাতিল হয়ে গেল। এভাবে তারা সেখানে পরাজিত হলো এবং অপমানিত হয়ে ফিরে গেল। আর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল: “আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি — যিনি মূসা ও হারুনের রব।”

৩ **সূরা ইউনুস : ৮১–৮২**

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

অর্থ

জাদুকররা যখন তাদের জিনিস ফেলল, মূসা বললেন: “তোমরা যা এনেছ তা জাদু। আল্লাহ অবশ্যই এটা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের কাজ সফল হতে দেন না। আর আল্লাহ তাঁর বাণী দিয়ে সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন, অপরাধীরা যতই অপছন্দ করুক।”

৪ **সূরা ত্বা-হা : ৬৫–৭০**

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۖ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

অর্থ

জাদুকররা বলল: “হে মূসা! হয় তুমি আগে ফেলো, নয়তো আমরাই প্রথমে ফেলি।” মূসা বললেন: “বরং তোমরাই ফেলো।” হঠাৎ তাদের জাদুর কারণে মূসার মনে হলো, তাদের দড়ি আর লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে। তাতে মূসা মনে মনে কিছুটা ভয় পেলেন। আমি বললাম: “ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তা ফেলো, তারা যা বানিয়েছে সব গিলে ফেলবে। তারা যা বানিয়েছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই যাক, কখনো সফল হয় না।” তারপর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং বলল: “আমরা হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।”

৫ সূরা আশ-শু'আরা : ৪৩–৪৮

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

অর্থ

মূসা তাদের বললেন: “তোমাদের যা ফেলার তা ফেলো।” তারা তাদের দড়ি ও লাঠি ফেলল এবং বলল: “ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব।” তারপর মূসা তাঁর লাঠি ফেললেন, আর সেটা তাদের বানানো মিথ্যা জিনিস গিলে ফেলতে লাগল। তখন জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল: “আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি — যিনি মূসা ও হারুনের রব।”

গিঁট খোলার আয়াত — آيَاتُ فَكِّ الْعُقَدِ

১ সূরা ত্বা-হা : ২৫–২৮

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

অর্থ

(মূসা দোয়া করলেন:) হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আর আমার জিহ্বার জড়তা খুলে দিন — যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

২ **সূরা আল-আহকাফ : ২৪–২৫**

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

অর্থ

…এটা এমন এক বাতাস, যাতে আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তা তার রবের আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে।

৩ **সূরা ত্বা-হা : ১০৫**

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

অর্থ

তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো: “আমার রব সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন।”

৪ **সূরা আল-ইনসান : ৬**

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

অর্থ

এটা এমন এক ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে; তারা যেখানে ইচ্ছা সেটাকে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।